

# ইসলামে কাম ও কামকেলি

(অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী লেখক আবুল কাশেমের ৬ খণ্ডে প্রকাশিত প্রবন্ধ 'সেক্স এন্ড সেক্সুয়ালিটি ইন ইসলাম' এর বঙ্গানুবাদ )

## (SEX & SEXUALITY IN ISLAM)

মূলঃ আবুল কাশেম

অনুবাদঃ খেলারাম পাঠক

(সতর্কতা: নরনারীর যৌনাচার নিয়ে এই প্রবন্ধ। স্বাভাবিকভাবেই কামসম্পর্কিত নানাবিধ টার্ম ব্যবহার করতে হয়েছে প্রবন্ধে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষার মধ্যেও তাই অশালীনতার গন্ধ পাওয়া যেতে পারে। কাম সম্পর্কে যাদের শূচিবাই আছে, এই প্রবন্ধ পাঠে আহত হতে পারেন তারা। এই শ্রেণীর পাঠকদের তাই প্রবন্ধটি পাঠ করা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধে করা যাচ্ছে। পূর্ব সতর্কতা সত্ত্বেও যদি কেউ এটি পাঠ করে আহত বোধ করেন, সেজন্যে কোনভাবেই লেখককে দায়ী করা চলবে না।)

## পঞ্চম কলি

যুধবন্দিনীদের সাথে সেক্সঃ

যুদ্ধে অধিকৃত নারী/ যৌনদাসীর সাথে সেক্স

ইসলাম যুদ্ধে অধিকৃত নারীদের সাথে অবাধ সেক্স করার অনুমতি দেয়। এই নিয়ম ইসলামের সোনালি যুগে প্রচলিত ছিল (এবং অন্ততঃ তাত্ত্বিকভাবে সে আইন এখনও বহাল আছে)। স্বয়ং রাসূলে করিম এই নিয়ম পালন করেছেন। কোরাণের যে সমস্ত আয়াতে এই ধরনের সেক্স করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, তার গোটাকয়েক নীম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

০০৪.০২৪ (সূরা নিসা):

এবং তোমাদের জন্যে অবৈধ করা হয়েছে নারীদের মধ্যে সধবাগণকে (অন্যের বিবাহিত স্ত্রীগণকেও); কিন্তু তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী- আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাদেরকে বৈধ করেছেন, এতদ্ব্যতীত তোমাদের জন্যে বৈধ করা হয়েছে যে, তোমরা স্বীয় ধনসম্পদের দ্বারা বিবাহবন্ধ করার জন্যে তাদেরকে অনুসন্ধান কর ব্যভিচারের জন্যে নয়, অনন্তর তাদের জন্যে যে ফলভোগ করেছ তজ্জন্য তাদেরকে তাদের নির্ধারিত পাওনা প্রদান কর এবং কোন অপরাধ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পর সম্মত হও, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

০২৩.০০১-০০৫ (সূরা মুমেনুন):

- ০১- অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ।
- ০২- যারা বিনয়নম্র নিজেদের নামাজে।
- ০৩- যারা অসার ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে।
- ০৪- যারা যাকাত দানে সক্রিয়।
- ০৫- যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে।
- ০৬- নিজের স্ত্রীগণ ও অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না।

০৭০.০২৫-০৩৫ (সূরা মা'আরিজ):

- ০২৫- প্রার্থী ও বধিতের,
- ০২৬- এবং (যারা) কর্মফল দিবসকে সত্য বলে জানে,
- ০২৭- আর যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত
- ০২৮- নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালকের শাস্তি হতে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না-
- ০২৯- এবং যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে,

০৩০- তাদের পত্নীগণ এবং অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না-

০৩১- তবে কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমা লঙ্ঘনকারী,

০৩২- এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে,

০৩৩- আর যারা তাদের সাক্ষদানে অটল,

০৩৪- এবং নিজেদের নামাজে যত্নবান-

০৩৫- তারা সম্মানিত হবে জান্নাতে;

উপরোক্ত আয়াত অনুসারে একজন মুসলমান পুরুষ, সে বিবাহিত হোক আর অবিবাহিত হোক, ক্রীতদাসী কিংবা যুদ্ধে বন্দীকৃত নারীদের সাথে অবাধ যৌনসঙ্গম করতে পারে। আয়াতে বর্ণিত ‘তোমাদের দক্ষিণহস্ত যাদের অধিকারী’ (আরবী - ‘মালাকুল ইয়ামিন’, ইংরেজী-‘your right hand possess’) --এই কথার অর্থ হচ্ছে অধিকারভুক্ত দাসী বা যুদ্ধবন্দিনী। এটি একটি আরবী বাগধারা। এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্যযোগ্য। পবিত্র কোরাণের অধিকাংশ বাংলা তরজমায় দেখা যায়- তরজমাকারীরা এভাবে তরজমা করেছেন--‘তোমাদের পত্নী এবং অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত’। তারা পত্নী বলে একবচনে অনুবাদ করেছেন, পত্নীগণ বলেননি। মূল আরবী আয়াতে আছে ‘আজওয়াজ’ শব্দটি- যা জাওয়জ শব্দের বহুবচন। জাওয়জ হচ্ছে পত্নী, আজওয়াজ পত্নীগণ। বাংলা তরজমাকারীরা কেন পবিত্র গ্রন্থের তরজমায় এরূপ করেছেন তা তারাই ভাল বলতে পারবেন। তবে ইংরেজী অনুবাদকারীরা তা করেননি, স্পষ্টভাবে ওয়াইভস (wives) বলে অনুবাদ করেছেন। পাঠকরা যাতে বাজারে প্রচলিত বাংলা অনুবাদ গ্রন্থগুলি পড়ে কোনপ্রকার ধন্দে না পড়েন, তাই এত কথা বলা।

সে যাহোক, বর্তমান জমানায় যুদ্ধবন্দী কারা? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে বেশীদূর যাওয়ার প্রয়োজন নেই। যেহেতু কাফেরদের সাথে চিরস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে বলে ইসলাম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সুতরাং কাফেরদের দেশের সমস্ত রমনীই অন্ততঃ তাত্ত্বিকভাবে এই ক্যাটাগরিতে পড়ে। এর অর্থ এই দাড়াই যে কাফেরদের দেশে বসবাসরত একজন মুসলমান (তা সে বিবাহিত বা অবিবাহিত যাই হোক না কেন) যে কোনসংখ্যক কাফের রমনীর সাথে ঘুমাতে পারে (অর্থাৎ সেক্স করতে পারে)। এই কাজের জন্যে জিনা বা ব্যভিচারের দায়ে লজ্জিত বা দণ্ডিত হওয়ার বিন্দুমাত্রও শঙ্কার কারণ নাই তার। অনেক ইসলামপন্থী হয়তো গর্ভ করে বলেই বসবেন যে এইসব কাফের নারীরা মুসলমান পুরুষের স্বাদ গ্রহন করতে পারছে - এটা তাদের চোঁপ পুরুষের ভাগ্য। একবার থাইল্যান্ডের এক মেসাজ পার্লামেন্টে কয়েকজন পাক্ষা মুসলমানের সাথে দেখা হয় আমার। থাই যৌনকর্মীদের সাথে তারা কী করছে- আমার এই প্রশ্নের জবাবে তারা অল্লানবদনে বলল যে থাই রমনীদের সাথে সেক্স করা দোষের কিছু না। কারণ থাইল্যান্ড কাফেরদের দেশ আর কাফের রমনীদের সাথে সেক্স করা পুরোপুরি ইসলাম সম্মত। বর্তমানে পৃথিবীজুড়ে মুসলমানরা কাফেরদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছে, বিশ্বের সমস্ত অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধাবস্থায় আছে মুসলমানরা। যুদ্ধাবস্থায় সমস্ত কাফের রমনীরাই গন্যমতের মাল হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য, তা সে যেখানেই থাকুক না কেন। তারা আমাকে আরও বলে যে কোন মুসলমান যদি অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করতে যায়, অমুসলিম রমনী ভোগ করায় কোন দোষ নেই, একাজ পুরোপুরি শরীয়তসম্মত। তাদের কথাকে তখন মোটেও আমলে নেইনি আমি। ভেবেছিলাম এইসব মোল্লারা ইসলামের কিছুই জানে না, নিজেদের ভোগবাসনা চরিতার্থ করতে যা তা বানিয়ে বলছে। এর কয়েক বছর পর আমি ইসলাম সম্পর্কে স্টাডি করতে মনস্থ করি। গভীরভাবে অধ্যয়নের পর বিশ্বাসে যেন বোবা হয়ে গেলাম আমি। বুঝতে পারলাম, থাইল্যান্ডে যাদেরকে আমি কাঠমোল্লা ভেবে মনে মনে গাল দিয়েছিলাম, তারা ঠিক কথাটিই বলেছিল সেদিন। জীবন্ত ইসলাম হিসেবে মুসলমানরা যা মান্য করে থাকে, সেই শারিয়্যার বাইরে কিছুই করেনি তারা! বিশ্বাস হচ্ছেনা তো? তা হলে শারিয়্যা বর্ণিত নীচের আইনটি পড়ে দেখুন।

বিদেশের মাটিতে জিনা বা ব্যভিচার করলে কোন শাস্তি নাই (রেফারেন্স-১১, পৃ-১৮৫)

বিদেশের মাটিতে বেশ্যাবৃত্তি সংঘটন (committing whoredom) শাস্তিযোগ্য নয়- যদি কোন মুসলমান বিদেশের মাটিতে কিংবা বিদ্রোহী অধ্যুষিত অঞ্চলে বেশ্যাবৃত্তি সংঘটনের কারণে দোষী সাব্যস্ত হয়, এবং অতঃপর মুলিম রাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করে, তার উপর শাস্তি প্রয়োগযোগ্য হবে না, এই কারণে যে একজন ব্যক্তি, সে যেখানেই থাকুক না কেন, মুসলিম ধর্মবিশ্বাস গ্রহন করার কারণে, সেখানকার (অর্থাৎ মুসলিম রাষ্ট্রের) সমস্ত বাধ্যবাধকতা পালন করে চলতে নিজেকে দায়বদ্ধ করেছে। এর পক্ষে আমাদের পণ্ডিতজনদের (doctors) দ্বিবিধ যুক্তি রয়েছে:-  
প্রথমতঃ- নবী বলেছেন যে- “বিদেশের মাটিতে শাস্তি প্রদান করা যায় না”;  
এবং দ্বিতীয়তঃ- শাস্তিপ্রদানের বিধানগুলির অভিপ্রায় হচ্ছে (অপরাধ) রোধ করা কিংবা সতর্ক করা; এক্ষেত্রে বিদেশের মাটিতে একজন মুসলমান ম্যাজিস্ট্রেটের কোন কতৃত্ব নাই, সুতরাং বিদেশের মাটিতে বেশ্যাবৃত্তি সংঘটনের দায়ে যদি কোন ব্যক্তির উপর শাস্তির বিধান প্রয়োগ করা হয়, তা’হলে উক্ত বিধান অর্থহীন, কারণ বিধানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যেন শাস্তি কার্যকরী হতে পারে; এবং যেহেতু বিদেশের মাটিতে ম্যাজিস্ট্রেটের কতৃত্ব নাই, শাস্তি কার্যকর করা অসম্ভব; যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে বিদেশের মাটিতে বেশ্যাবৃত্তি সংঘটনের দায়ে সেখানে শাস্তিপ্রয়োগযোগ্য নয়; এবং উক্ত ব্যক্তি যদি পরবর্তীতে বিদেশের মাটি হতে মুসলমান রাষ্ট্রে আগমন করে, তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না; কারণ বেশ্যাবৃত্তি সংঘটনের সময় যেহেতু শাস্তি প্রদান করা হয় নাই, পরবর্তীতে তা প্রদান করা যাবে না।

#### উপপত্নীপ্রথা (concubinage):

‘ডিক্লনারী অব ইসলাম’ (রেফারেন্স-৬, পৃষ্ঠা-৫৯) গ্রন্থ অনুসারে উপপত্নী বা ‘কঙ্কুবাইন’ শব্দের আরবী প্রতিশব্দ সুরাইয়া, বহুবচনে সারারি। ইসলাম ধর্ম উপপত্নী প্রথা পালন করার পক্ষে খোলা লাইসেন্স দিয়ে রেখেছে। একটিমাত্র শর্ত আছে, উপপত্নীটির স্যাটাস হতে হবে দাসী। স্বাধীন নারীকে উপপত্নী করা চলবে না।

দাসী তিন ধরনের- (১) যুদ্ধবন্দিনী, (২) বাজার হতে নগদ মূল্যে ক্রয় করা দাসী, এবং

(৩) দাসীর সন্তানসন্ততি (দাসীর সন্তানসন্ততিও পুরুষানুক্রমিকভাবে দাস বা দাসী)।

যুদ্ধবন্দিনী যদি বিবাহিতাও হয়, কোরাণের নিয়মানুযায়ী (৪:২৮) তাদের ভাগ্য সম্পূর্ণরূপে বিজয়ী মুসলমানদের হাতে সমর্পিত। “তোমাদের জন্যে অবৈধ করা হয়েছে নারীদের মধ্যে সধবাগণকে (অন্যের বিবাহিত স্ত্রীগণকেও); কিন্তু তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী- আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাদেরকে বৈধ করেছেন”। এই উপপত্নীপ্রথা স্বয়ং মহম্মদ (দঃ) কতৃক স্বীকৃত এবং নিজের জীবনে তিনি তা পালনও করে গেছেন। বানু কুরাইজা নামক ইহুদি গোত্রের সাথে যুদ্ধান্তে (৫ হিজরির সালে) তিনি রায়হানা নামী এক সুন্দরী ইহুদিনীকে উপপত্নী হিসেবে গ্রহন করেন। মিশরের শাসনকর্তা কতৃক উপহার হিসেবে প্রদত্ত এক খ্রীষ্টান ক্রীতদাসীও তার উপপত্নী ছিল যার নাম ছিল মারিয়া কিবিত।

জালালানের (কোরাণের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যাখ্যাকারক) উদ্ধৃতি দিয়ে ডিক্লনারি অব ইসলাম লিখেছে (রেফারেন্স-৬, পৃ-৫৯৫-৬০০):

(১) দাসী যদি বিবাহিতাও হয়, তাকেও অধিকারে নেয়ার ক্ষমতা আছে মনিবের। সূরা ৪:২৮;

“তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী- আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাদেরকে বৈধ করেছেন”। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় জালালান বলেন- “অর্থাৎ, যাদেরকে তারা যুদ্ধের ময়দানে আটক করেছে, তাদের সাথে সহবাস করা তাদের জন্যে বৈধ, যদি তাদের স্বামীগণ দারুল হরবে জীবিতও থাকে” (দারুল হরব অর্থ- অমুসলিম রাষ্ট্র বা দেশ)।

(পাঠক-পাঠিকা বর্গ। ডিক্লনারি অব ইসলাম গ্রন্থটিতে ৪:২৮ নং আয়াত হিসেবে যে আয়াতটির উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, আসলে সেটি কোরাণের ৪:২৪ নং আয়াত (সূরা নিসা)। মাওলানা ইউসুফ আলী,

পিকথল এবং যে কোন বাংলা তরজমায় একে ৪:২৪ আয়াত হিসেবেই পাওয়া যাবে। এই অধ্যায়ের প্রথমেই উক্ত আয়াতটির বর্ণনা রয়েছে।)

ইসলামপন্থীরা বয়ান করে থাকেন যে আদি ইসলামের স্বর্গীয় ও আধ্যাত্মিক রূপে মুগ্ধ হয়েই জিহাদিরা মহম্মদের (দঃ) সঙ্গে গাজওয়ায় ঝাপিয়ে পড়েছিল (গাজওয়া শব্দের অর্থ- নারী ও ধনসম্পত্তি লুটপাট করার জন্যে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযান)। কিন্তু মহম্মদের (দঃ) জীবনী পাঠ করলে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র ভেসে উঠে আমাদের সামনে। এইসব লুণ্ঠনকারী দস্যুদের মূল আকর্ষণ ছিল কাফের রমনীদের সাথে অপরিমিত সেক্স করা এবং তাদের ধনসম্পত্তি লুটপাট করা। আমরা দেখতে পাই, যখনই মুসলমানরা কোন অমুসলিম গোত্রকে আক্রমণ করেছে, তারা তাদের নারীদেরকে এক জায়গায় জড়ো করে বন্দী করেছে। বৃদ্ধা এবং শিশুদেরকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হত্যা করা হতো, কারণ এই প্রজাতিগুলি জিহাদিদের কোন কাজে আসবে না, ভার বাড়াবে মাত্র। তরুনী এবং সেক্সি কাফের রমনীদের বাছাই করা হতো এবং জিহাদিদের মধ্যে বন্টন করা হতো। যুদ্ধের ময়দানেই তাদের উপর সওয়ার হয়ে অপারিসমীম যোনিক্ষুধা মিটিয়ে নিত জিহাদিরা। অতঃপর হয় তাদেরকে দাসী হিসেবে অন্য কারও কাছে বিক্রি করা হতো নয়তো মুক্তিপনের বিনিময়ে আত্মীয়দের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হতো (যদি মুক্তিপণ দিয়ে স্ত্রীকন্যাকে ফিরিয়ে নেয়ার মতো কোন আত্মীয় অবশিষ্ট থাকতো)।

নীল্লে তাবুক যুদ্ধের একটি বর্ণনা পেশ করা হলো। ইবনে ইসহাক রচিত মহম্মদের জীবন চরিত গ্রন্থ হতে বিবরণটি নেয়া হয়েছে। (রেফারেন্স-১০, পৃ-৬০২-৬০৩)।

তায়েফ ও হোনায়েন যুদ্ধের পর মহম্মদ কয়েক মাস মদীনায় অবস্থান করলেন। অতঃপর তিনি বাইজেন্টাইনদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করার প্রস্তুতি নিতে আদেশ দিলেন। তখন ছিল যোর গ্রীষ্মকাল। আরব উপদ্বীপে সে বৎসর প্রচণ্ড খরা চলছিল, সূর্যের তাপ ছিল অসহনীয়। এই সময়ে অভিযানে বের হতে অনেকেরই ঘোরতর অনিচ্ছা ছিল। অভিযান থেকে রেহাই পেতে কেউ কেউ নবীর কাছে প্রার্থনা জানাল। তদসত্ত্বেও অভিযানের আয়োজন চলল জোর কদমে। জ'াদ বিন কায়েস নামক জনৈক মুসলমানকে নবী জিজ্ঞেস করলেন- সে জিহাদে যেতে প্রস্তুত কিনা। উত্তরে জ'াদ এই বলে অস্বীকৃতি জানাল যে- সে খুব স্ত্রীলোক পছন্দ করে। বাইজেন্টাইন রমনীরা অপূর্ব সুন্দরী, তাদের দেখলে সে নিজেকে আয়ত্তে রাখতে পারবে না। সুতরাং তাকে যেন রেহাই দেয়া হয়। মহম্মদ (দঃ) তাকে ছেড়ে দিলেন, অতঃপর জা'দকে উদ্দেশ্য করেই পবিত্র কোরাণের অত্র আয়াত নাজেল হলো- “তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে যে আমাকে (যুদ্ধে না যেতে) অনুমতি দিন...” (৯:৪৯, সূরা তাওবা)।

গাজওয়ায় যেসব নারীদের বন্দী হতো, তাদের মধ্য থেকে মহম্মদ (দঃ) স্বয়ং বেশ কয়েকজনকে নিজের স্ত্রী কিংবা উপপত্নী হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন। সবচেয়ে সুন্দরী এবং সবচেয়ে সেক্সি মেয়েটিকেই তিনি নিজের জন্যে রাখতেন। নিজের জামাইদেরকেও তিনি যুদ্ধবন্দীদের ভাগ দিতে কসুর করেননি, হযরত আলী এবং হযরত ওসমানকেও তিনি উদারভাবে মালে গনীমৎ বন্টন করেছেন। নীচের হাদিসটিতে দেখা যাবে, কীভাবে মা ফাতেমার স্বামী নবী জামাতা শেরে খোদা হযরত আলী বন্দিনীর সাথে সেক্স করছেন, যে বন্দিনীকে তিনি শ্বশুরের কাছ থেকে উপহার হিসেবে পেয়েছেন। একদিক বিবেচনা করলে মহম্মদকে (দঃ) বরং বেশ উদারই মনে হয় এ ক্ষেত্রে। এই অধুনিক যুগেও কয়টা শ্বশুর আছে যে নিজের মেয়ের জামাইকে অন্য মেয়ের সাথে সেক্স করতে দেখেও সহ্য করবে কিংবা তার জন্যে একটি সেক্স-পার্টনার জুটিয়ে দেবে?

সহি বুখারিঃ ভলিউম-৫, বুক নং-৫৯, হাদিস নং-৬৩৭:

বুরাইদা কতুক বর্ণিতঃ

নবী আলীকে ‘খুমুস’ আনতে খালিদের নিকট পাঠালেন (যুদ্ধলব্ধ মালের নাম খুমুস)। আলীর উপর আমার খুব হিংসা হচ্ছিল, সে (খুমুসের ভাগ হিসেবে প্রাপ্ত একজন যুদ্ধবন্দিনীর সাথে যোনিসঙ্গামের

পর) গোসল সেরে নিয়েছে। আমি খালিদকে বললাম- “তুমি এসব দেখ না”? নবীর কাছে পৌঁছলে বিষয়টি আমি তাকে জানালাম। তিনি বললেন- “বুরাইদা, আলীর উপর কি তোমার হিংসা হচ্ছে”? আমি বললাম-“হ্যা, হচ্ছে”। তিনি বললেন-“তুমি অহেতুক ইর্ষা করছ, কারণ খুমুসের যেটুকু ভাগ সে পেয়েছে তার চেয়ে আরও বেশী পাওয়ার যোগ্য সে”।

যুদ্ধ জয়ের পর শত্রুদের সুন্দর ও সেক্সি মেয়েগুলি তাদের হাতে আসবে, এই বিবেচনাই ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের জিহাদীদের অন্যতম প্রধান ড্রাইভিং ফোর্স। অন্ততঃ ইবনে ইসহাকের সিরাতে রাসুলুল্লাহ গ্রন্থ পাঠ করলে এই চিত্রই পাঠকের মনে সুস্পষ্ট হবে। বৃশ্চা, কুৎসিৎ এবং খুব সেক্সি নয় এমন নারী জিহাদীদের কাম্য ছিল না। এদেরকে বোঝা হিসেবেই গন্য করত তারা। মহম্মদের (দঃ) সবচেয়ে প্রামাণ্য এই জীবনচরিত পাঠ করে আমরা জানতে পারি, হুনায়েনের যুদ্ধে এক বৃশ্চাকে ছেড়ে দেওয়া হলো, কারণ তার মুখমন্ডল ছিল শীতল, বক্ষদেশ সমতল, সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা ছিল না তার এবং বুকে দুধের ধারা শুকিয়ে গেছে। সুতরাং ছয়টি উটের বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দেয়া হলো (রেফারেন্স-১০, পৃ-৫৯৩)। এ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটাই ছিল রীতি। কদাকার হাসের ছানাটিকে ছেড়ে দাও, বুড়ি দিদিমাই বা কোন্ কাজে আসবে। তার বিনিময়ে বরং কয়েকটি উট-দুধা পেলেও লাভ।

নারীমাংসের প্রতি জিহাদীদের লোভের আরও প্রমাণ মেলে তায়েফ অবরোধের বিবরণ থেকে। তায়েফে ছিল তাফিক গোত্রের বাস। সুন্দরী এবং সেক্সি হিসেবে তাফিক-মেয়েদের নামডাক ছিল প্রচুর। এই যুদ্ধে অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে অধিকাংশই যোগ দিয়েছিল লুটতরাজ ও সুন্দরী তায়েফনন্দিনীদের সাথে সেক্স করার লোভে। জনৈক জিহাদীর বিবরণ হতে দেখা যায় যে সে অকপটে স্বীকার করছে- সে যুদ্ধ করার জন্যে এই অভিযানে শরিক হয়নি, বরং একটি সুন্দরী তাফিক রমণী কজা করা এবং তাকে গর্ভবতী করার উদ্দেশ্যেই সে অভিযানে এসেছে, কারণ সে জানে যে তাফিক নারীরা বৃশ্চমান সন্তানের জন্ম দেয়।

বানু কুরাইজা নামক ইহুদি গোত্রটির সমস্ত পুরুষ সদস্যদের হত্যা করার পর তাদের ধনসম্পত্তি ও নারীগণ মুসলমানদের দখলে আসে। রায়হানা নাম্নী এক সুন্দরী ইহুদিনীকে নবী নিজের জন্যে নির্বাচিত করেন। তিনি রায়হানাকে বিয়ে করতে চাইলে রায়হানা সে প্রস্তাব অস্বীকার করে; বিবাহিত স্ত্রীর হওয়ার পরিবর্তে তার নিজ ধর্মে (ইহুদি ধর্মে) অটল থেকে নবীর একজন উপপত্নী হিসেবে থাকতেই পছন্দ করে সে। এমতবস্থায় উপপত্নী হিসেবেই রাসুলের হারেমে ঠাই হয় রায়হানার। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা হতে আমরা জানতে পারি, মুসলমানগণ যখন বানু হাওয়াজিন গোত্রকে পরাজিত করে, প্রায় ৬ হাজার নারী ও শিশু বন্দী হয় মুসলমানদের হাতে। নারীমাংসের এতবড় চালান ইতিপূর্বে জিহাদীদের হাতে আর আসেনি। নারীদেরকে জিহাদীদের মধ্যে যথারীতি বন্টন করে দেয়া হয়। রায়তা নাম্নী সুন্দরী বন্দিনীটি হযরত আলীর ভাগে পড়ে, জয়নাব নাম্নী আরেক হতভাগী পড়ে হযরত ওসমানের ভাগে। নারী-মাংসের এক ভাগ হযরত ওমরের ভাগ্যেও জুটেছিল, তবে ভাগটি তিনি নিজে না নিয়ে ভোগ করার জন্যে তা প্রিয় পুত্র আব্দুল্লাহর হাতে তুলে দেন (প্রাগুক্ত, পৃ-৫৯২-৫৯৩)।

নৈতিকতা এবং ন্যায়বিচারের কথা ভাবছেন আপনি? হ্যা, অসহায় নিরপরাধ বন্দিনীদের সাথে দয়াল নবীর ন্যায়বিচারের এই হলো নমুনা। শুধু রায়হানা নয়, জাওয়াহিরা এবং সাফিয়া নাম্নী আরও দুই রক্ষিতা ছিল নবীর। জাওয়াহিরা তার হাতে আসে বানু আল-মুস্তালিক অভিযান থেকে, সাফিয়া আসে খায়বারের বানু নাজির গোত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান থেকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মহম্মদের উপপত্নীদের অধিকাংশই ছিল হয় ইহুদি নয়তো খৃষ্টান। (রায়হান, জাওয়াহিরা ও সাফিয়া ছিল ইহুদি, মারিয়া কিবতি ছিল খৃষ্টান)। মুখ বাচাতে ইসলামপন্থীরা এখনই সমস্বরে কোরাস গেয়ে উঠবেন যে মহম্মদ বড়োই দয়ালু ছিলেন, ঐসব অসহায় তরুণীদের দুঃখ দেখে তার কোমল প্রাণ কেঁদে উঠল। তাই তিনি তাদের গ্রহন করে দাসী হিসেবে বিক্রি হওয়ার হাত থেকে তাদের রক্ষা করেছেন। তারা আমাদেরকে আরও বিশ্বাস করতে বলবেন যে ঐসব বন্দিনীরা মহম্মদকে বিয়ে করে খুবই সুখী হয়েছিল কারণ মহম্মদকে দেখামাত্র তার প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে পড়েছিল তারা। কী অবিশ্বাস্য অপূর্ব

যুক্তি, লিখিতভাবে মানুষের ইতিহাস শুরু হওয়ার পর থেকে এমন অকাট্য যুক্তি কেউ আবিষ্কার করতে পেরেছে বলে অন্ততঃ আমার জানা নেই। মাত্র ঘণ্টাকয়েক আগে যার হাতে তার স্নেহময় পিতা প্রাণ দিয়েছে, বড় আদরের ভাইটি অকালে ঝরে গেছে, প্রেমময় স্বামীর প্রিয়মুখটি অশ্রের খুরাঘাতে দলিতমখিত হয়েছে— সেই হত্যাকারীর প্রেমে সে রাতারাতি পাগল হয়ে গেল ! মহম্মদ যা করেছেন, সে যুগে তাই ছিল রীতি। একবিংশ শতাব্দির দোরগোড়ায় এসে কতগুলি খোড়া যুক্তি দিয়ে সেই বন্য রীতিকে জাষ্টিফাই করা অমানবিক। মানবতার প্রতি চরম অবমাননাকর।

এর আগেও বলা হয়েছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পরিচালিত অভিযানের পেছনে ডাইভিং ফোর্স হিসেবে কাজ করেছে কাফের রমনীদের রসালো শরীরের প্রতি জিহাদীদের অপরিমিত লোভ। এতই প্রচণ্ড ছিল সেই লোভ যে কাণ্ডখত নারীটি করায়ত্ত হওয়ার পর বিন্দুমাত্র বিলম্ব সহিতো না জিহাদীদের। বন্দিদের ঋতুশ্রাবও নিবৃত্ত করতে পারতো না তাদের, তার মাঝেই বন্দিদের উপর চড়ে বসতো তারা। এমতবস্থায় স্বয়ং আল্লাহপাককে বাণী নিয়ে এগিয়ে আসতে হলো, ডিক্রি জারী করতে হলো যে পিরিয়ড শেষ হওয়ার পরেই কেবল বন্দিদের ধর্ষণ করা যাবে। ঐসব ইসলামী সৈনিকদের যৌনতাড়না এতটাই বর্বর ও ঘৃণ্য ছিল যে তারা এমনকি কোনপ্রকার গোপনীয়তা অবলম্বনেরও ধার ধারত না। এমনও হয়েছে যে স্বামীদের সামনেই বন্দিদের উপর ঝাপিয়ে পড়েছে জিহাদিরা। স্ত্রীকে এক নরপশু খাবলে খাচ্ছে, বন্দী স্বামী চোখ মেলে তাই দেখছে। মানবতার এত বড় অপমান বিশ্বসংসারে আর কখনও ঘটেছে কী?

নীচের হাদিস দুটি পড়ুন এবং যুদ্ধবন্দিদের মর্যাদার প্রশ্নে জেনেভা কনভেনশনে রচিত আইনের সাথে ঈশ্বরপ্রদত্ত ইসলামী আইনের তুলনা করুন।

প্রথম হাদিসটিতে বলা হয়েছে যে কিছু কিছু বন্দিনী ছিল যারা ছিল বিবাহিতা এবং তাদের স্বামী তখনও বেচে, যদিও স্বামীর ছিল অমুসলিম কাফের। এই ধরনের বন্দিীদের সাথে সেক্স করতে কোন কোন জিহাদি সঙ্কেচ বোধ করত। কেউ কেউ আবার পরাজিত শত্রুটির সামনেই তার স্ত্রীকে ভোগ করতে বেশী পছন্দ করত। এ এক ধরনের যৌনবিকৃতি, যার কিছু নমুনা আমরা দেখেছি একান্তরে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়। পাঞ্জাবি এবং পাঠান সৈন্যরা একান্তরে বাঙালি রমনীদের উপর যা করেছে, তার পূর্ণ সমর্থন মেলে এই হাদিসগুলি হতে। ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনী একান্তরে যা কিছুই করে থাকুক, ইসলামী শাস্ত্রের বাইরে কিছু করেনি। ইসলামের প্রাথমিক গাজওয়াগুলিতে নবীর বাহিনী ঠিক এমনটিই করত।

দ্বিতীয় হাদিসটিতে বলা হয়েছে যে অনেক জিহাদিই পৌত্তলিক স্বামীটির সামনে তার স্ত্রীর উপর বলাৎকার করতে দ্বিধাম্বিত ছিল। কিন্তু মহম্মদ এখানে বিপদের গন্ধ পেয়েছিলেন, তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে জিহাদিরা যা করতে চায় তা করতে না দিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আল্লাহ যদি এই আনন্দোৎসবের অনুমতি না দেন, জিহাদিরা বেকে বসতে পারে, তাদের সমর্থন শূন্যে মিলিয়ে যেতে খুব বেশী দেরী হবে না। সুতরাং নবী মহামহিম আল্লাহর মধ্যস্থতা যাচঞা করলেন, তরিংগতিতে আরশ-মোয়াল্লা থেকে মঞ্জুরি নেমে এলো। মহান আল্লাহ কাফের রমনীদের (বিবাহিতা হলেও) ভোগ করার অনুমতি প্রদান করে ধন্য করলেন জিহাদিদের।

কিছু কিছু জিহাদি স্বামী বর্তমান থাকতেও বন্দিদের সাথে সেক্স করে এবং কেউ কেউ তা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। (সুনান আবু দাউদঃ ১১:২১৫০)।

সুনান আবু দাউদঃ বুক নং-১১, হাদিস নং-২১৫০:

আবু সাইদ আল খুদরি বলেন- “হুনায়েন যুদ্ধের সময় আল্লাহর রাসূল (দঃ) আওতাসে এক অভিযান পাঠান। তাদের সাথে শত্রুদের মোকাবেলা হলো এবং যুদ্ধ হলো। তারা তাদের পরাজিত করল এবং বন্দী করল। রাসূলুল্লাহর (দঃ) কয়েকজন অনুচর বন্দিদের স্বামীদের সামনে তাদের সাথে

যৌনসঙ্গম করতে অপছন্দ করলেন। তারা (স্বামীরা) ছিল অবিশ্বাসী কাফের। সুতরাং মহান আল্লাহ কোরাণের আয়াত নাজেল করলেন- “সমস্ত বিবাহিত স্ত্রীগণ (তোমাদের জন্যে অবৈধ); কিন্তু তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী (যুদ্ধবন্দিনী)- আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাদেরকে বৈধ করেছেন”। অর্থাৎ- পিরিয়ড শেষ হলে তারা তাদের জন্যে বৈধ (৪:২৪)।

যুদ্ধবন্দিনীর সাথে সহবাস বৈধ, তবে শর্ত থাকে যে তার মাসিক স্রাব শেষ গেছে কিংবা গর্ভবতী হলে তার গর্ভ খালাস হয়ে গেছে। তার যদি স্বামী থেকে থাকে, বন্দী হওয়ার পর সে বিবাহ বাতিল বলে গন্য হবে। (কোরাণ-৪:২৪, সহি মুসলিম-৮:৩৪৩২)।

সহি মুসলিমঃ বুক নং-৮, হাদিস নং-৩৪৩২:

আবু সাইদ আল খুদরি (রাঃ) বলেছেন যে হুনায়েনের যুদ্ধকালে আল্লাহর রাসুল (দঃ) আওতাস গোত্রের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠান। তারা তাদের মুখোমুখি হলো এবং তাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। যুদ্ধে পরাজিত করার পর কিছু বন্দী তাদের হাতে আসল। রাসুলুল্লাহর (দঃ) কিছু সাহাবি ছিলেন যারা বন্দীদের সাথে সহবাস করতে বিরত থাকতে চাইলেন, কারণ তাদের স্বামীরা ছিল জীবিত, কিন্তু বহু ঈশ্বরবাদী। তখন মহান আল্লাহ এ সম্পর্কিত আয়াতটি নাজেল করলেন- “এবং বিবাহিত নারীগণ তোমাদের জন্যে অবৈধ, তবে যারা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারে আছে তাদের ছাড়া”।

এখানে একটি প্রশ্ন এসে যায়। জিহাদীদের উন্মত্ত ধর্ষণপ্রক্রিয়ার ফলে যদি বন্দিনীদের গর্ভসঞ্চারণ হয় তাহলে কী হবে? অনেক জিহাদিই চাইত না যে তাদের সেক্স-মেশিনটি তাড়াতাড়ি গর্ভসঞ্চারণ করে বসুক, সুতরাং তারা বীর্যপাতের ঠিক পূর্বমুহুর্তে লিঙ্গটি বের করে নিয়ে আসত। এই প্রথা সম্পর্কে মহম্মদের (দঃ) মনোভাব ছিল ঘোলাটে, কখনও তাকে এই প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলতে দেখা যায়, কখনও বা তাকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। এসম্পর্কে গোটাকয়েক সুন্দর হাদিস উল্লেখ করা হলো। (কয়টাস ইন্টারাপশন বা যোনির বাইরে বীর্যপাত সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে এই সিরিজের ৩ নং কলিতে)।

বানু আল-মুস্তালিক গোত্রের বন্দিনীদের ক্ষেত্রে কয়টাস ইন্টারাপশন পালন করতে মহম্মদ অনুমতি দেননি, তবে বন্দিনীদের ধর্ষণ করার ক্ষেত্রে তার কোন নিষেধ ছিল না (৫:৫৯:৪৫৯)।

সহি বুখারিঃ ভলিউম-৫, বুক নং-৫৯, হাদিস নং-৪৫৯:

ইবনে মুহাইরিজ হতে বর্ণিতঃ

আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম এবং আবু সাইদ আল-খুদরিকে দেখতে পেলাম। আমি তার পাশে উপবেশন করে তার কাছে আজল (কয়টাস ইন্টারাপশন) সম্পর্কে জানতে চাইলাম। আবু সাইদ বলল- “আমরা রাসুলুল্লাহর সাথে বানু মুস্তালিকদের বিরুদ্ধে এক অভিযানে যাই। কিছু আরব বন্দিনী আমাদের হস্তগত হয়। আমরা প্রবলভাবে নারীসঙ্গা কামনা করছিলাম; নারীসঙ্গাবিবর্জিত জীবন আমাদের জন্যে কঠিন হয়ে পড়েছিল এবং আমরা আজল করতে চাইলাম। আমরা বললাম- আল্লাহর রাসুল আমাদের মাঝে হাজির থাকতে তার কাছে জিজ্ঞেস না করে কী করে একাজ করি? আমরা এ সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন- এটা না করাই বরং তোমাদের জন্যে ভাল। কারণ কোন আত্মা জন্ম নেওয়ার হলে তা জন্মাবেই, পুনরুত্থানের দিন পর্য্যন্ত”।

যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে সেক্স করার ঢালাও অনুমতি আছে ইসলামে- এই সত্যটা মেনে নিতে অনেক ইসলামপন্থীর বড় কষ্ট হয়। এই বর্বর প্রথার মধ্যে লুক্কায়িত অমানবিকতাকে ঢাকা দিতে তারা নানারূপ যুক্তি খাড়া করেন। তারা আমতা আমতা করে বলেন- “দেখ, কোনকিছুর ভালমন্দ যাচাই করতে হলে তোমাকে অবশ্যই পারিপার্শ্বিকতা বা স্থানকাল বিবেচনায় রাখতে হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে সেক্স করার যে প্রথা চালু ছিল, তার অনেক ভুল ব্যাখ্যা হচ্ছে

এখন। সেই সময়ে যুদ্ধবন্দিদের সাথে সেক্স করা দোষের কিছু ছিল না। মুসলমান সৈনিকদেরকে তাদের গৃহ হতে বহু দূরে যুদ্ধ এলাকায় পাঠানো হতো। বহুদিন যাবৎ স্ত্রীসঙ্গ হতে বিরত থাকতে হতো তাদের। সুতরাং তাদের যৌনক্ষুধা মেটাতে আল্লাহ এর অনুমতি দিয়েছিলেন। তাছাড়া বন্দিদেরও যৌনক্ষুধা ছিল, পুরুষের ছোয়া ছাড়া তারা বাকী জীবনটা কাটাবেই বা কী করে? সুতরাং এ ছিল নেহায়েতই সমানে সমান খেলা। ইসলামি আইন আপাত কঠোর মনে হলেও এর পেছনে অবশ্যই কোন সুন্দর ও জোরালো যুক্তি থাকতেই হবে।” যদি তাদের প্রশ্ন করা হয়- ‘ভাল কথা। এটা ছিল সে যুগের রীতি, তবে আইনটি কি এখনও চালু আছে? হ্যাঁ কিংবা না স্পষ্ট করে বলুন’। এই সহজ প্রশ্নের কোন সরাসরি জবাব অবশ্য মিলবে না। প্রশ্নটিকে সুকৌশলে পাশ কাটাবেন তারা, হয়তো বলবেন- “আমাদেরকে অবশ্যই কন্ট্রোল বিচার করে কোন প্রথার ভালমন্দ যাচাই করতে হবে। কোন মুসলমান শক্তি যদি অন্য কোন দেশ জয় করে নেয়, ইসলামিক আইন অনুসারে তারা পরাজিতদের প্রতি সবসময়ই ন্যায়বিচার করে থাকে। ইসলাম অবশ্যই বিজিত নারী ও শিশুদিগকে রক্ষা করতে সর্বোচ্চ ব্যস্থা নেবে.....ইত্যাদি, ইত্যাদি”। কখনও সোজাসাপটা জবাব দেবেন না তারা।

মুসলমানরা আমেরিকাকে গ্রেট শয়তান বলে অভিহিত করে থাকে। আচ্ছা, যদি এমন হয় যে মুসলমান জিহাদিরা আমেরিকা দখল করে নিল। এই অবস্থায় আমেরিকার কাফের রমনীদের ভাগ্যে কোন পরিণতি অপেক্ষা করে আছে? দেখা যাক- এই অবস্থায় রিয়াল ইসলামের কাছে থেকে কী সমাধান মেলে। জনৈক সুপন্ডিত ইসলামি মোল্লা বন্দি নারী মার্কিন বন্দিদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিধান দিয়েছেন।

ইসলাম ধর্ম-সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তরের একটি ওয়েবসাইট:

দক্ষিণ হস্তের অধিকার (right hand possessions)

<http://www.binoria.org/q&a/miscellaneous.html#possessions>

প্রশ্নঃ দক্ষিণ হস্তের অধিকার বলতে কী বুঝায়, তা পাওয়ার উদ্দেশ্যই বা কি? কোন কোন ভাই মনে করেন যে এই আমেরিকায়ও দক্ষিণ হস্তের অধিকারে কোন কিছু আসলে তাতে দোষের কিছু নেই।

উত্তরঃ দক্ষিণ হস্তের অধিকার বা ‘মালাকুল ইয়ামিন’ বলতে বুঝায় ক্রীতদাস বা দাসী (স্লেভস কিংবা মেইডস), যা যুদ্ধবন্দী হিসেবে কিংবা বাজার হতে ক্রয়সূত্রে মুসলমানদের দখলে আসে। ক্রীতদাসী মুসলমানদের দখলে আসলে তাদের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করা বৈধ এবং সঠিক। বর্তমান যুগেও যদি কোন কাফেরদের দেশ মুসলমানদের অধিকারে আসে, এই নিয়ম পালন করা বৈধ এবং সঠিক।

উপরের উত্তরটি একটু ভালভাবে অনুধাবন করুন পাঠক। উক্ত মোল্লা যে সিদ্ধান্তটি দিলেন, তার নিগলিতার্থ কী দাড়াই! কোনপ্রকার রাখঢাক না করে খাটি ইসলাম সম্পর্কে অকপট মতামত দেয়ার জন্যে এই মোল্লাকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হয়। তথাকথিত ইসলামপন্থীদের মতো ঝোপের আড়ালে মুখ ঢেকে আসল প্রশ্নটিকে পাশ কাটাননি এই মোল্লা, তিনি কোরাণ-হাদিস বর্ণিত নিয়মটিকে সহজ, অবিকৃত, খাটি এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। পশ্চাত্যাধুনিক ইসলামপন্থীদের প্রতি আমার বিনীত আরজ, ইসলামী মোল্লাটির উপরোক্ত অকপট মতামতের জবাবে তারা কোন কৈফিয়ৎ পেশ করবেন এখন?

আসুন, উপরোক্ত ইসলামী নিয়মটিকে আরেকটু বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে দেখি। ধরে নিই, অলৌকিক কোন ক্ষমতাবলে ইসলামী সেনাবাহিনী যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং অন্যসমস্ত কাফের মুলুকগুলি দখল করে নিল। পরাজিত কাফের পুরুষদের প্রতি মুসলমানরা কী আচরণ করবে? যুদ্ধবন্দী হিসেবে যেসব সুন্দরী তরুণী তাদের অধিকারে আসল, তাদের সাথেই বা ইসলামের সৈনিকেরা কোন আচরণ করবে? আপনি কি মনে করেন যে তারা বন্দী/বন্দিদের সাথে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী আচরণ করবে? যদি সেরকম ভেবে থাকেন, তবে আপনি একটি বন্ধ উন্মাদ। উপরোক্ত মোল্লা যা বলেছেন,



ইসলামী সৈনিকেরা ঠিক তেমনটিই করবে। সমস্ত পুরুষ বন্দীদেরকে তারা দাস হিসেবে বেচে দেবে, মেয়েগুলিকে যৌনদাসী হিসেবে নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নেবে। বৃদ্ধা বন্দিদেরকে খুব সম্ভবত হত্যা করা হবে, কারণ অনর্থক বোঝা বাড়ানো কোন কালেই কাজের কথা বলে বিবেচনা করা হয় না। আরেকটি কাজ করতে পারে ইসলামের সৈনিকেরা। গ্রেট শয়তানটিকে আরেকটু শায়েস্তা করতে জিহাদিরা বন্দী পুরুষদের সামনেই তাদের স্ত্রীদের উপর সওয়ার হতে পারে। স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ করার মজাই আলাদা।

আপনি হয়তো ভাবছেন, এ আমার আকাশ কুসুম কল্পনা, একবিংশ শতাব্দীতে এরকম কী করে হয়? হয় পাঠক, এখনও তা হয়। আপনার আমার জন্যে না হলেও ইসলামপন্থীদের জন্যে হয়। মানসিকভাবে তারা এখনও দেড়হাজার বছর আগেকার সেই সোনালি যুগেই পড়ে আছে। সেই যুগকে ফিরিয়ে আনতে দেশে দেশে অজস্র জিহাদির জন্ম দিচ্ছে তারা। মাত্র তিরিশ বছর আগের কথা স্মরণ করুন, একাত্তরের বাংলাদেশের কথা। পাকিস্তানের ইসলামী সেনাবাহিনী বাংলাদেশে ঠিক ইসলামী নিয়মটিই চালু করেছিল সেদিন। তারা প্রায় তিরিশ লক্ষ বাঙালি পুরুষকে হত্যা করেছিল, কারণ তাদের ভাষায় তারা ছিল কাফের অথবা নিম্ন-মুসলমান। আড়াই লক্ষ বাঙালি নারীকে তারা উপপত্নী হিসেবে বন্দী করেছিল। মালে গণীমং টাইটেল দিয়ে তাদেরকে ধর্ষণ করেছিল, ঘরের ভেতর হতে ধর্ষিতার আকুল ক্রন্দন যখন আকাশ বাতাস পরিপ্লাবিত করে দিচ্ছিল, পাশের ঝোপে পালিয়ে থাকা তার অসহায় পুরুষটির কর্ণে সেই ক্রন্দনধ্বনি যে পৌঁছয়নি, তা আপনি কী করে ভাবলেন? অতিসম্প্রতি তালবান অধ্যুষিত আফগানিস্তানেও ঠিক একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে বহু রিপোর্ট এসেছে। যারাই তালেবানদের বিরোধীতা করেছে, তাদের মেয়েদের উপর নেমে এসেছে ধর্ষণ ও নির্যাতন। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এইসব জিহাদীরা কি ইসলামের নিয়মের বাইরে কোনকিছু করেছে? ইসলামের বিধান মোতাবেক ধর্ষণকারী এইসব জিহাদিদের কি কোন শাস্তির আওতায় আনা যায়? এই প্রশ্নের একটিমাত্র জবাব- 'না'। সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত টানা কি অন্যায় হবে যে দেশকালনির্ভেদে যুদ্ধবন্দিদের উপর যৌননির্যাতনের এই যে কালচার জিহাদিরা প্রতিপালন করে আসছে, এর পেছনে যে প্রেরণাদায়ী শক্তি তার নাম হচ্ছে ইসলাম? এই কিছুদিন আগেও ইরানে কী ঘটল? ব্যভিচার ও ধর্মদ্রোহীতার অপরাধে এক মেয়েকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আগে তার সেলে এক ইসলামী গার্ডকে ঢুকিয়ে দেয়া হলো মেয়েটিকে পুনঃপৌনিকভাবে ধর্ষণ করার জন্যে! আহ! একজন কাফের বন্দির সাথে কী মহান ইসলামী আচরণ! বেটী তো নরকেই যাবে, যাওয়ার আগে একটু ইসলামী সেক্সের স্বাধ শরীরে বহন করে নিয়ে যাক। পাঠক, ভুলে যাবেন না- ইরানে এখন ইসলামের রক্ষকরা ক্ষমতায়। সেখানে যাকিছু ঘটে, মহান ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করতেই ঘটে। সুতরাং কীভাবে বলবেন যে দেড়হাজার বছরের পুরোনো যুদ্ধবন্দীসংক্রান্ত আইনগুলো এখন আর কার্যকরী নয়?

### ক্রীতদাসীর সাথে সেক্স

আলোচনার জন্যে এ এক হট টপিকস। এতক্ষন আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করলাম, তা হচ্ছে যুদ্ধবন্দিদের সাথে ইসলামসম্মত যৌন-আচরণ। তবে হালালভাবে সেক্স করতে মুসলিম পুরুষদের সামনে এই একটিমাত্র পথ খোলা, তা কিন্তু নয়। যুদ্ধ করা আর যাই হোক মুখের কথা নয়, পৈতৃক প্রাণটা বাজী ধরতে হয়। পয়সা থাকলে হালালভাবে সেক্স করার জন্যে আরও একটি সহজ উপায় আছে মুসলমান পুরুষদের। নগদ পয়সা দিয়ে বাজার হতে মোটাতাজা দেখে একটি দাসী কিনে নেয়া। যৌনদাসী, ইংরেজী নাম সেক্স স্লেভ। যৌনদাসী ক্রয়বিক্রয় পরিপূর্ণভাবে ইসলামসম্মত, পয়সা থাকলে আপনি যতখুশী দাসী কিনতে পারেন। একসঙ্গে কতজন যৌনদাসী কিনতে পারবেন, তা নিয়ে মোটেও ভাবতে হবে না আপনাকে। শরিয়ত আপনার জন্যে কোন লিমিট বেধে দেয়নি। যতক্ষন দেহে শক্তি আছে আর পকেটে পয়সা আছে- চালিয়ে যান। এর জন্যে পরকালে আপনাকে জিনা বা ব্যভিচারের দায়ে জবাবদিহীও করতে হবে না। কেউ কেউ হয়তো যুক্তি দেখাবেন যে নারীমাংসের এই বিজনেসটি যেহেতু আর চালু নেই, সুতরাং এ নিয়ে আলোচনা করা অনর্থক। এই যুক্তির সাথে আমিও একমত। তবে কথা হচ্ছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে ইদানীংকালে জিহাদিরা বিশ্বজুড়ে জিহাদের ডাক

দিয়েছে। আটলান্টিকের পশ্চিম তীর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব তীর পর্যন্ত সর্বত্র জিহাদি বোম্বা ক্রাফের মরছে। তাদের এই জিহাদ যদি সফল হয়, যদি জিহাদিরা পৃথিবীকে দখল করে নেয়, তবে কোরাণ-হাদিস সমর্থিত সেই রসালো প্রথাটি যে মানবসমাজে পুনঃপ্রবর্তিত হবে না, তার নিশ্চয়তা কে দেবে? কোরাণ-হাদিসে যে নিয়ম আছে তা চিরকালীন, একেবারে গ্র্যানাইট পাথরে খোদাই করা। স্বয়ং আল্লাহপাক তার প্রিয় বান্দাদের জন্যে এই নিয়ম বেধে দিয়েছেন। সেই ঐশী নিয়মের এক চুল ব্যত্যয় ঘটানো কি কোন মানবের পক্ষে সম্ভব? সম্ভব নয়। আর তাই যদি ইসলামী জিহাদিদের হাতে পৃথিবীর পতন ঘটে, তবে অমুসলিম নারীদের নখর মাংসে ভূপৃষ্ঠ পুনরায় সয়লাব হয়ে যাবে, নারীমাংস কেনাবেচার পুরোনো প্রথাটি আবার সর্গোরবে ফিরে আসবে- তা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়। যদি ইসলামপন্থীরা তাদের শাসিত রাষ্ট্রে শারিয়্যা আইন প্রবর্তিত করে চুরির দায়ে হাতপা কাটতে পারে, ব্যভিচারের দায়ে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে পারে, মুরতাদ ঘোষণা করে মানুষের গলা কাটতে পারে, তবে শারিয়্যার বিধান মোতাবেক দাসপ্রথার পুনঃপ্রবর্তন থেকে কে তাদের নিবৃত্ত করবে? পাঠক, বিষয়টি নিয়ে ভাবুন একবার।

আমরা এর আগে বলেছি, প্রফেট মহম্মদের মারিয়্যা কিবতি নামক একজন যৌনদাসী ছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার খৃষ্টান শাসক মুকাকিস এই দাসীটিকে উপঢৌকন হিসেবে তাকে দিয়েছিলেন। মহম্মদের কাছ থেকে ইসলাম গ্রহণ করার বার্তা নিয়ে একটি প্রতিনিধি দল যায় মুকাকিসের দরবারে। মুকাকিস ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তবে এই অস্বীকৃতির পরিণাম কী হতে পারে তা ভেবে তিনি খুব শঙ্কিত ছিলেন। সুতরাং মহম্মদকে (দঃ) তুষ্ট করতে তিনি দু'জন সুন্দরী দাসী পাঠান মদীনায়। দু'জনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সুন্দরী দাসীটিকে (মারিয়্যা) মহম্মদ নিজের ব্যবহারের জন্যে রাখেন, অপর দাসী শিরিনকে তিনি কবি বন্শু হাসান ছাবিতকে উপহার দেন। মারিয়্যার গর্ভে মহম্মদের এক পুত্র জন্মে যার নাম ছিল ইবরাহীম। শিশু বয়েসেই মারা যায় ইবরাহীম। শিরিনের গর্ভে হাসান ছাবিতের যে পুত্রসন্তান হয় তার নাম ছিল আব্দুর রহমান। (রেফারেন্স-১০, পৃ-৪১৮-৪১৯)। এই সমস্ত ঐতিহাসিক রেকর্ড থেকে প্রমানিত হয় যে যৌনদাসী ভোগ করা পুরোপুরিভাবে হালাল এবং ইসলামসম্মত।

নীল্লে মুস্তোসদৃশ্য আরও কিছু হাদিস বর্ণনা করা হলো। হাদিসগুলি পড়ুন এবং ভেবে দেখুন যে সেক্সের ক্ষেত্রে মেয়েদের উপর ইসলাম কতোই না দয়া, স্বর্গীয় আশীর্বাদ, সহানুভূতি এবং ন্যায়বিচার প্রদর্শন করেছে।

আপনি একই সাথে দুইজন যৌনদাসীর সাথে গোসল না করে সঞ্জাম করতে পারেন; তবে স্বাধীন নারীর ক্ষেত্রে তা পারেন না। (মুয়াত্তাঃ ২.২৩.১০)

মুয়াত্তাঃ বুক নং-২, হাদিস নং-২.২৩.১০:

..নাফি'র বরাতে মালিক কত্বক বর্ণিতঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের যৌনদাসীগণ তার পা ধুইয়ে দিত এবং তার জন্যে তালপাতার চাটাই এনে দিত, যখন তাদের মাসিক হচ্ছিল।

মালিককে জিজ্ঞেস করা হয় যে যদি কোন ব্যক্তির স্ত্রী এবং কয়েকজন যৌনদাসী থাকে, তবে সে গোসল না করেই সবার সাথে সহবাস করতে পারে কিনা। তিনি বলেন- “গোসল না করেও দু'জন যৌনদাসীর সাথে সহবাস করায় দোষের কিছু নেই। তবে স্বাধীন নারীদের ক্ষেত্রে একজনের বরাদ্দের দিন অন্যের কাছে যাওয়ার অনুমতি নাই। প্রথমে একজন যৌনদাসীর সাথে প্রেম করে অতঃপর দ্বিতীয় জনের কাছে যাওয়ায় দোষের কিছু নাই, যদি সে জুন্স অবস্থায় থাকে”।

মালিককে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে একজন লোক জুন্স অবস্থায় আছে। তার গোসলের জন্যে পাত্রে পানি ঢেলে দেয়া হলো। পানি গরম না ঠান্ডা তা পরখ করতে লোকটি পানিতে আঞ্জুল ছোয়াল।

মালিক বলেন- “যদি তার আঞ্জুলে কোন নাপাকি না লেগে থাকে, তাহলে আমি মনে করি না যে এজন্যে পানি অপবিত্র হয়ে গেছে।”

নীচের হাদিসটি পড়লে আপনার বিবেক একেবারেই স্তব্ধ হয়ে যাবে পাঠক। এমন যে লোহুদয় হযরত ওমর, তিনি পর্যন্ত এই ঘটনা সহ্য করতে পারেননি। হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে যে ওমর কতৃক নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দাসী এবং তার গর্ভজাত কন্যার সাথে একই সঙ্গে যৌনসঙ্গম করা হালাল ছিল! কতো বড় অমানবিক প্রথা, ভাবা যায়?

ক্রীতদাসী (অথবা যুশ্ববন্দিনী) এবং তার গর্ভজাত কন্যার সাথে একজনের পর আরেকজনের সাথে সহবাস করা উচিত নয়, উমর এই প্রথা নিষিদ্ধ করে গেছেন। (মুয়াত্তাঃ ২৮.১৪.৩০)।

মুয়াত্তাঃ বুক নং-২৮, হাদিস নং-২৮.১৪.৩০:

....আবদুল্লাহ ইবনে উতাবা ইবনে মাসুদ তার পিতার বরাত দিয়ে বলেন যে ওমরকে একজন ব্যক্তির কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যার দক্ষিণ হস্তের অধিকারে ছিল একজন দাসী ও তার গর্ভজাত কন্যা, এই অবস্থায় লোকটি তাদের একজনের সাথে যৌনসঙ্গম করার পর অপর জনের সাথে করতে পারে কিনা? উমর বলেছিলেন- “উভয়ের সাথে একই সাথে (সহবাস) করা আমি অপছন্দ করি”। অতঃপর তিনি উহা নিষিদ্ধ করেন।

যদি এমন হয় যে যৌনদাসীগণ (কিংবা যুশ্ববন্দিনীগণ) একে অপরের সহোদর বোন, তাদের সাথে একই সাথে সহবাস করা কি বৈধ? নীচের হাদিসটি পড়ুন। আপনি তাদের সাথে একই সঙ্গে সহবাস করতেও পারেন আবার নাও করতে পারেন, যেভাবে আপনার সুবিধা হবে সেভাবেই গ্রহণ করুন হাদিসটিকে। (মুয়াত্তাঃ ২৮.১৪.৩৪)।

মুয়াত্তাঃ বুক নং-২৮, হাদিস নং-২৮.১৪.৩৪:

.....কাবিসা ইবনে জুওয়াইব এর সূত্রে বর্ণিত- এক ব্যক্তি ওসমান ইবনে আফফানকে জিজ্ঞেস করল যে কারও অধিকারে দুই সহোদর বোন যৌনদাসী থাকলে তাদের উভয়ের সাথে সহবাস করা বৈধ কিনা? ওসমান বলেছেন- “এক আয়াত অনুসারে এটি হালাল, আরেক আয়াত অনুসারে এটি হারাম। আমার ক্ষেত্রে হলে আমি এরূপ করতাম না”। লোকটি তার কাছে থেকে চলে গেল এবং রাসুলুল্লাহর (দঃ) আরেক সাহাবির কাছে যেয়ে প্রশ্নটি রাখল। তিনি বললেন- “যদি আমার কাছে ক্ষমতা থাকত এবং কাউকে এমন করতে দেখতাম, আমি তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতাম”। ইবনে শিহাব যোগ করেন- “আমার মনে হয় লোকটি আলী ইবনে আবি তালেব”।

(ইসলামী ভাইয়েরা গলাবাজি করে যতোই বলুন না কেন যে দাসী এবং স্ত্রী ভিন্ন কিছু নয়, কারণ বিয়ে না করে দাসীর সাথে সহবাস করা জায়েজ নয়, তাদের জন্যে উপরের হাদিস দুটি এক মারাত্মক আঘাত। প্রকৃত সত্য হলো এই যে ইসলামী দৃষ্টিতে ক্রীতদাসী এবং বিবাহিতা স্বাধীন নারী সম্পূর্ণ দুই প্রজাতির মেয়ে মানুষ। কারণ স্ত্রী ও গর্ভজাত কন্যার সাথে সহবাস করার কথা কোন উন্মাদও চিন্তা করবে না। কিংবা দুই সহোদর বোনের উপর উপগত হওয়ার বিধান বিবাহিতা স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অথচ উপরের হাদিস দুটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে উমর কতৃক নিষিদ্ধ করার পূর্বে দাসী মা ও তার মেয়ের উপর সওয়ার হওয়ার প্রথা দিব্বী প্রচলিত ছিল। দুই সহোদর বোনের সাথে সহবাস করার প্রথা খিওরেটিকাল এখনও চালু আছে ধরে নেয়া যায়। সুতরাং ক্রীতদাসী ও স্ত্রী এক জিনিস- ইসলামপন্থীদের এই দাবীর পেছনে কতটুকু সত্য লুকিয়ে আছে পাঠক পাঠিকারাই তা বিচার করুন।)

ক্রীতদাসীদের সাথে সহবাসকালে যৌনকৃতি বা সেক্সুয়াল পারভার্সন প্রদর্শন করা পুরোপুরি হালাল। হেদাইয়া থেকে আমরা জানতে পারি যে কোন ব্যক্তি তার যৌনদাসীর সাথে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে সঙ্গম করতে পারে, যদিও নিজের স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বিধিনিষেধ রয়েছে।

যৌনসজ্জিনীটি যদি ক্রীতদাসী হয়, তবে তার সাথে মনিব যেভাবে খুশী সেভাবে যৌনসজ্জাম করতে পারে। (রেফারেন্স-১১, পৃ-৬০০)।

যৌনসজ্জিনী ক্রীতদাসী হলে মনিব যেভাবে খুশী সেভাবে তার লালসার পরিতৃপ্তি ঘটাতে পারেঃ - যৌনদাসীর সাথে সজ্জামকালে তার সম্মতির তোয়াক্কা না করেই মনিব আজল প্রথা (কয়টাস ইন্টারাপশন) অবলম্বন করতে পারে, কিন্তু স্ত্রীর সাথে সজ্জামকালে তার সম্মতি ব্যতিরেকে স্বামী তা পারে না। এর কারণ এই যে নবী স্বাধীন নারীর সাথে সজ্জামকালে তার অনুমতি ব্যতিরেকে আজল প্রথা অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু দাসীর ক্ষেত্রে মনিবের জন্যে তা বৈধ করেছেন। এতদ্ব্যতীত, লালসা পরিতৃপ্তির জন্যে এবং সম্মানসম্ভতি সৃষ্টির জন্যে যৌনসম্পর্ক স্থাপন স্বাধীন নারীর অধিকার (যে কারণে স্বামী খোজা বা নপুংসক হলে স্ত্রীর স্বাধীনতা রয়েছে তাকে প্রত্য্যখ্যান করার); কিন্তু দাসীর এরূপ কোন অধিকার নাই। - সুতরাং স্ত্রীর অধিকারকে আহত করার স্বাধীনতা স্বামীর নাই, পক্ষান্তরে দাসীর উপর মনিবের অধিকার সার্বভৌম। এমনকি যদি এমন হয় যে কোন ব্যক্তি অপরের ক্রীতদাসীকে বিয়ে করল, সে দাসীটির মনিবের অনুমতি ব্যতিরেকে তার সাথে আজল প্রথা পালন করতে পারবে না (অর্থাৎ বিয়ের পরও দাসীটি তার মনিবের সম্পত্তিই থেকে যায়)।

ইসলামের আরও কিছু মনিমুক্তাঃ

বিশেষ বিশেষ শর্তসাপেক্ষে পিতা তার ক্রীতদাসীটিকে ছেলের কাছে হস্তান্তর করতে পারে।

(মুয়াত্তাঃ ২৮.১৫.৩৮)।

মুয়াত্তাঃ বুক নং-২৮, হাদিস নং-২৮.১৫.৩৮:

.....আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের বরাত দিয়ে ইবরাহিম ইবনে আবি আবলা বর্ণনা করেছেন যে- তিনি (আব্দুল মালিক) জনৈক বন্ধুকে তার এক ক্রীতদাসী (ধার) দিয়েছিলেন, এবং পরবর্তীতে একদিন দাসীটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন- “আমি তাকে আমারে ছেলেকে দিতে চেয়েছিলাম, সে দাসীটির সাথে এই এই করতে পারবে, এই এই করতে পারবে না”। আব্দুল মালিক বললেন- “মারওয়ান তোমার চাইতেও বেশী খুতখুতে ছিল। সে তার ছেলেকে নিজের দাসী দিল, তারপর বলল- ‘তার কাছে যেও না, কারণ আমি উন্মোচিত অবস্থায় তার পা দেখেছি’।”

মনিব তার মহিলা স্লেভ কিংবা পুরুষ স্লেভের ক্রীতদাসীর সাথে সেক্স করতে পারে। (মুয়াত্তাঃ

২৯.১৭.৫১)।

(এ এক সুকঠিন চেইন, ঠিকমতো অনুধাবন করতে পাঠকের কষ্ট হতে পারে। ধরুন আপনার একজন ক্রীতদাস বা একজন ক্রীতদাসী আছে। সেই ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীর আবার একজন ক্রীতদাসী আছে। এই হাদিস অনুসারে আপনি আপনার ক্রীতদাসের ক্রীতদাসী অথবা ক্রীতদাসীর ক্রীতদাসীর সাথে সেক্স করতে পারবেন। এবার বুঝুন ঠেলা)।

মুয়াত্তাঃ বুক নং-২৯, হাদিস নং-২৯.১৭.৫১:

.....আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন- “যদি কোন ব্যক্তি তদীয় দাসকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়, তাহলে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ক্ষমতা উক্ত দাসের হাতে, এবং তার এই তালাক দেয়ার ক্ষমতার উপর কারও কোন হাত নেই। মনিব ইচ্ছে করলে তার পুরুষ দাসের স্লেভ-গার্ল কিংবা মেয়ে-দাসীর স্লেভ গার্লকে (নিজের অধিকারে) নিয়ে নিতে পারে, এরূপ করতে চাইলে কেউ তাকে বিরত রাখতে পারে না”।

দাসীরা আপনার চাষাবাদ করার ক্ষেত্রে, আপনার ইচ্ছে হলে আপনি ক্ষেত্রের ভেতরে জল ঢালতে পারেন, ইচ্ছে হলে তাকে তৃষ্ণার্তও রাখতে পারেন। অর্থাৎ দাসীর সাথে কয়টাস ইন্টারাপশন বা যৌনির বাইরে বীৰ্য্যপাত করা আপনার ইচ্ছাধীন। (মুয়াত্তাঃ ২৯.৩২.৯৯)।

মুয়াত্তাঃ বুক নং-২৯, হাদিস নং-২৯.৩২.৯৯:

.....আল হাজ্জাজ ইবনে আমর ইবনে ঘাজিইয়া'র বরাতে দামরা ইবনে সাইদ আল-মাজিনি কতৃক বর্ণিতঃ তিনি (হাজ্জাজ) জায়িদ ইবনে ছাবিতের নিকট বসেছিলেন, এমন সময় ইবনে ফাহদ তার কাছে আসল। সে ইয়েমেন থেকে এসেছিল। বলল- “আবু সাইদ, আমার কয়েকটি ক্রীতদাসী আছে। আমার যে কয়জন স্ত্রী আছে তারা কেউ আমাকে তাদের মতো (দাসীদের মতো) তৃপ্তি দিতে পারে না; (তবে) সবাই যে আমাকে এমন তৃপ্তি দেয় যে তাদের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করতে হবে - তাও নয়। (এমতবস্থায়) আমি কি আজল অবলম্বন করতে পারি”? জায়িদ ইবনে ছাবিত বললেন-“তোমার কী মত, হাজ্জাজ!”। “আমি বললাম- ‘আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! আপনার কাছ থেকে জানার জন্যেই আমরা আপনার কাছে আসি’। তিনি (আবারও) বললেন- ‘তোমার মত কী’! ‘আমি বললাম- ‘সে তোমার জমি। যদি তুমি ইচ্ছে করো জল দাও, যদি ইচ্ছে করো তৃষ্ণার্ত রাখ। জায়িদের কাছে আমি এমনটিই শিখেছি’। জায়িদ বললেন- ‘সে ঠিক কথাটিই বলেছে।”

যৌনক্রিয়ার উদ্দেশ্যে পরস্পরের মধ্যে ক্রীতদাসী ভাগাভাগি করা চলে।

এই নিয়মে পিতা তার পুত্রের, এমনকি পৌত্রের অধিকারভুক্ত ক্রীতদাসীর সাথেও সেক্স করতে পারে। পুত্র স্বীয় পিতার অথবা মাতার, এমনকি স্ত্রীর অধিকারভুক্ত দাসীকেও ধার নিতে পারে এবং তার সাথে সেক্স করতে পারে। ঠিক যেমন আপনার নিজের কোন দুধেল গাভী নাই, আপনার ভাইয়ের বেশ কয়েকটি আছে। এমতবস্থায় আপনি দু'চার দিনের জন্যে ভাইয়ের কাছ থেকে একটি গাভী ধার নিতেই পারেন এবং দুধ খেতে পারেন। এতে দোষের কিছু নাই, কারণ শারিয়ার আইন মোতাবেক একজন ক্রীতদাসীর স্ট্যাটাস দুধেল গাভীর চেয়ে বেশী কিছু নয়। এই চমৎকার নিয়মটির স্বপক্ষে যে যুক্তি আছে, হেদাইয়া থেকে তা পেশ করা হলো। মনে রাখবেন, হেদাইয়া মুসলিম সমাজের অন্যতম প্রধান আইন গ্রন্থ, ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত জটিল আইনী বিশ্লেষণে আইনবিদগণ প্রায়শই এই বইয়ের সাহায্য নিয়ে থাকেন এবং সেই মোতাবেক সমাধান দিয়ে থাকেন।

পুত্র কিংবা পৌত্রের ক্রীতদাসীর সাথে সেক্স করা শাস্তিযোগ্য নয় (রেফারেন্স-১১, পৃ-১৮৩)। পিতা কতৃক পুত্রের ক্রীতদাসী অথবা পৌত্রের ক্রীতদাসীর সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করা শাস্তিযোগ্য নয়, যদিও এই ধরনের ক্রীতদাসী যে তার জন্যে বৈধ নয় সে সম্পর্কে তার জানা থাকা প্রয়োজন; কারণ এ ক্ষেত্রে যে ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে তা ফলাফল-সজাত (by effect), যেহেতু ইহা এমন যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যা নবীর বাণী দ্বারা সমর্থিত-“তুমি এবং তোমার সর্বকিছু তোমার পিতার”(Thou and thine are thy Father's)---এবং পিতার ক্ষেত্রে যে নিয়ম পিতামহের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম, যেন সেও একজন পিতা। এই ধরনের যৌনক্রিয়ার ফলে যে সন্তানের জন্ম হয়, তার পিতৃত্ব আরোপিত হয় উপরোক্ত পিতার উপর, যে ক্রীতদাসীটির মূল্যের জন্যে পুত্রের নিকট দায়ী থাকে।

অথবা কোন ব্যক্তি যদি তার পিতার ক্রীতদাসী, অথবা তার মাতার ক্রীতদাসী অথবা তার স্ত্রীর ক্রীতদাসীর সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করে, এবং এই আরজি পেশ করে যে উক্ত ক্রীতদাসী তার জন্যে অবৈধ নয়, তার উপর শাস্তি প্রয়োগযোগ্য হবে না; এবং অভিযোগকারীর উপরও শাস্তি প্রয়োগযোগ্য হবে না- (কিন্তু যদি সে এরূপ সম্পর্কের অবৈধতা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে, তার উপর শাস্তিপ্রয়োগযোগ্য হবে,---এবং ঐ একই নিয়ম প্রযোজ্য যখন কোন ক্রীতদাস তার মনিবের সঙ্গে দাসীবৃত্তিতে আবদ্ধ মেয়ের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করে):---কারণ এদের মধ্য হতে লাভ অর্জন করার স্বার্থ বিরাজিত; সুতরাং যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করেছে হয়তো সে ধারণা করেছে যে এ ধরনের উপভোগ তার জন্যে বৈধ,--যে কারণে তার ক্ষেত্রে ভ্রান্ত ধারণার ত্রুটি আরোপযোগ্য; যদিও ইহা সুস্পষ্ট বেশ্যাবৃত্তি সংঘটনের সমতুল্য। (জাহির রেওয়াজেতেও) ঐ একই আইন, যদি উপরে বর্ণিত যে কোন ঘটনায় ক্রীতদাসীটি এই আরজি পেশ করে যে সে উক্ত কাজ বৈধ জেনে করেছে, এবং পুরুষটির তরফ হতে এই মর্মে কোন আরজি পেশ করা হয় নাই,---এবং যেহেতু একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে

সংঘটিত যৌনক্রিয়া একটিমাত্র কাজ হিসেবে বিবেচিত, এর অর্থ এই দাড়াই যে যেকোন পক্ষ হতে পেশকৃত বৈধতাসংক্রান্ত আরজি ভ্রান্তধারণারূপ ত্রুটির সৃষ্টি করে যা উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সুতরাং উভয়ের প্রতি শান্তিপ্রয়োগ বাতিলযোগ্য।

আচ্ছা, **স্ট্রীলোকের যৌনাঙ্গসমূহের উপর দৃষ্টিপাত সম্পর্কে ইসলামী শাস্ত্রের বিধান কী?** সবাই জানেন, গোপনে গোপনে এই রসালো কাজটি করতে পুরুষের লোভের অন্ত নাই। এই কারণেই প্লেবয় মার্কা পর্ণো ম্যাগাজিনের রমরমা ব্যবসা বাজারে। ঝকঝকে মলাটের উপর নগ্ন নারীমূর্তি নিয়ে বিচিত্র সব ম্যাগাজিন প্রতিনিয়ত ডাকছে আপনাকে, লুকিয়ে লুকিয়ে এক ঝলক দেখে চোখের সুখ মিটিয়ে নিচ্ছেন আপনি। তবে কোন ইসলামী ভাই কখনও তা স্বীকার করবে না। যৌনাঙ্গের কথা বাদ দিন, তাদের মতে স্ট্রীজাতির নাভির নীচে দৃষ্টিপাত করা সরাসরি হারাম। এতে কবিরা গুনাহ হয়। এমনকি মেয়েদের খোলা হাতের দিকে তাকানোও পাপ, কারণ কে জানে কখন সেই ‘মুনালসদৃশ্য ভূজয়ুগল’ হতে মদনশর বের হয়ে ইসলামি ভাইয়ের নরম বুক বিধ্ব করে বসে। ইসলামী ভাইদের নৈতিকতা এতটাই উচু আর ভঞ্জুর যে সুরক্ষিত দুর্গে আবদ্ধ করে না রাখলে যেকোন সময়ে তা ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে। স্ট্রী অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত না করার এই ইসলামী বিধান কি সকলের বেলায় সমভাবে প্রযোজ্য? আপনি বিশ্বাস করুন আর না করুন, এই বিধান সকলের বেলায় সমভাবে প্রযোজ্য নয়। নারীটি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে দাসী হয়, তবে তার সর্বাঙ্গ ডিসপ্লে করা হাজেড পারসেন্ট জায়েজ। আমি আবার বলছি-তার সর্বাঙ্গ; অর্থাৎ তার বক্ষ, তার যোনি, তার ভগাঙ্কুর, তার পায়ুপথ সবকিছুকেই আপনি আপনার দৃষ্টি দিয়ে ইচ্ছেমত লেহন করতে পারেন। এতে কোন পাপ হবে না আপনার। মাশালাহ, কী অপূর্ব নেয়ামত আল্লাহপাক আপনার জন্যে সৃষ্টি করে রেখেছেন। আমার কথা যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, নীচের হাদিসটি পড়ুন।

শ্লেভ-উয়োম্যানের (ক্বীতদাসী) জননেন্দ্রিয়ের প্রতি তাকানো জায়েজ (রেফারেন্স-১১, পৃ-৫৯৯)।

স্ট্রী অথবা ক্বীতদাসীর শরীরের যেকোন অংশের দিকে তাকানো জায়েজ:--

কোন লোক তার ক্বীতদাসীর শরীরের যে কোন অংশের দিকে তাকাতে পারবে, এমনকি জননেন্দ্রিয়ের প্রতিও, যদি সে ইচ্ছে করে, তবে শর্ত থাকে যে সে নিষিদ্ধ সম্পর্কের আওতায় পড়ে না; এবং সে তার স্ট্রীর সর্বাঙ্গের প্রতিও তাকাতে পারবে, কারণ নবী বলেছেন- “তোমার স্ট্রী এবং ক্বীতদাসী ছাড়া আর সকলের প্রতি দৃষ্টিকে সংযত রাখ”। তবে স্বামী-স্ট্রীর মধ্যে অনুষ্ঠিত সজ্জামাদিতে একে অপরের যৌনাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত না করাই উত্তম, কারণ নবী বলেছেন- “তোমরা যখন স্বগোত্রীয় স্ট্রীলোকের সাথে সজ্জাম করবে, তখন যতদূর পার নিজেদেরকে ঢেকে রাখবে; এবং ততটা উলঙ্গ হয়ো না, কারণ গর্ভ প্রজাতি এরূপ করে থাকে”।

উপরোক্ত নির্দেশে স্ট্রীর সাথে যৌনসজ্জামকালে সংযত আচরণ অনুসরণ করতে সুপারিশ করা হয়েছে। তবে দাসী-প্রজাতির সাথে যথেষ্ট আচরণ করা থেকে বিরত রাখতে কে তাকে নিষেধ করবে? বস্তুতঃ ইসলামের দৃষ্টিতে দাসী বাজার থেকে কিনে আনা একটি সেক্স মেশিন ছাড়া আর কিছু না, তার প্রভু বা মাস্টার মেশিনটিকে যেভাবে খুশী সেভাবে চালাতে পারে, যা সে স্ট্রীর ক্ষেত্রে পারে না। কেন ইবনে ফাহদ স্ট্রীদের চেয়ে দাসীদের কাছে বেশী তৃপ্তি পায় তার নিগূঢ় রহস্যটি বোধ হয় এখানেই নিহিত (দ্রষ্টব্যঃ উপরে বর্ণিত মুয়াত্তাঃ বুক নং-২৯, হাদিস নং-২৯.৩২.৯৯)।

ইসলামপূর্ব এবং ইসলাম পরবর্তী আমলে অমানবিক যৌন-দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রথাকে ইসলাম সমর্থন করে এবং ইসলামের মহা-মনিষীরা তাদের জীবনে তা নিষ্ঠার সাথে পালন করে গেছেন। কিন্তু মুর্শাকিল হলো এই যে আধুনিক ইসলামপন্থীরা এই সত্যটা স্বীকার করতে চান না। তারা খোড়া যুক্তি দেখিয়ে প্রমাণ করতে চান যে- ইসলাম দাসীদের সাথে সহবাসের অনুমতি দিয়েছে ঠিকই, তবে সহবাসের আগে দাসীটিকে বিয়ে করে নিতে হবে। তাদের এই যুক্তি যে নেহায়েতই খোড়া যুক্তি এবং আসল সত্যকে আড়াল করার অপপ্রয়াস, আশা করি ইসলামী শাস্ত্র ঘেটে আমি এতক্ষণে তা প্রমাণ করতে পেরেছি। ক্বীতদাসী এবং স্ট্রী যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন দুটি প্রজাতি, আশা করি পাঠক পাঠিকরা তা ভালভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছেন। আমি এখন শেষ তথ্যটি পেশ করে

প্রসঙ্গটির এখানেই ইতি টানতে চাই। আসল সত্য এই যে একজন মুসলমান বাজার থেকে ক্রীতদাসী ক্রয় করে তার সাথে সেক্স করতে পারে, তবে তাকে বিয়ে করতে পারে না! নিজের ক্রীতদাসীকে বিয়ে করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ! বিশ্বাস হচ্ছে না তো? তাহলে হেদাইয়া বর্ণিত নীচের আইনটি পড়ে নিন।

নিজের ক্রীতদাসীর সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ, তবে সেক্স করা জায়েজ---(প্রাগুক্ত-পৃ-৩১৭)।

আইনের দৃষ্টিতে বিবাহের অযোগ্যতাঃ

বিবাহের ক্ষেত্রে নয়টি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, যথা:-

.....

(৮)- এমন স্ত্রীলোক যে সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত (prohibited by reason of property), তার সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ। যথা- নিজের ক্রীতদাসীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অবৈধ (অপরের মালিকানাধীন দাসীকে বিবাহ করা বৈধ)।

(ইসলামি সেক্স নিয়ে আরও মজাদার তথ্যসম্বলিত ষষ্ঠ কলির জন্যে অপেক্ষায় থাকুন)।

রেফারেন্সসমূহঃ

- ১। দ্য হালি কোরাণ; অনুবাদ- আঃ ইউসুফ আলী, পিক্‌থল, শাকির।
- ২। সহি বুখারি; অনুবাদ- ডঃ মোহম্মদ মহসিন খান।
- ৩। সহি মুসলিম; অনুবাদ- আব্দুর রহমান সিদ্দিকী।
- ৪। সুনান আবু দাউদ; অনুবাদ- প্রফেসর আহম্মদ হাসান।
- ৫। ইমাম মালিক রচিত মুয়াত্তা; অনুবাদ- আ'শা আব্দুর রহমান এবং ইয়াকুব জনসন।
- ৬। ডিকসনারি অব ইসলাম-১৯৯৪, গ্রন্থকার- টি.পি.হাফস।
- ৭। ইমাম গাজ্জালির ইয়াহ আল উলুমেদ্দিন (আব্দেল সালাম হারুন কতূক সংক্ষেপিত-১৯৯৭); ডঃ আহম্মদ এ. জিদান কতূক সংশোধিত এবং অনুদিত।
- ৮। রিলাইয়ান্স অব দ্য ট্র্যাভেলার (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)-১৯৯৯, গ্রন্থকার- আহম্মদ ইবনে নাগিব আল মিস্রি, সংকলক- নুহ হা মিম কেলার।
- ৯। শারিয়া দ্য ইসলামিক ল'-১৯৯৮, গ্রন্থকার-আব্দুর রহমান ই. ডই।
- ১০। ইবনে ইসহাকের সিরাত রাসুলুলাহ, অনুবাদ- এ. গুইলম, ১৫তম সংস্করণ।
- ১১। দ্য হেদাইয়া কমেণ্টারি অন দ্য ইসলামিক ল'স-(পুণর্মুদ্রন-১৯৯৪); অনুবাদ- চার্লস হ্যামিল্টন।

লেখকঃ আবুল কাশেম, সিডনি, অস্ট্রেলিয়া।

অনুবাদঃ খেলারাম পাঠক, ঢাকা- বাংলাদেশ।